১. **ধারণার শিরোনামঃ** "তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা"

২. **ধারণার পরিচিতিঃ**

স্বাধীনতার পর জীবন বীমার সুফল দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির ৯৫ নং আদেশ বলে বাংলাদেশের বীমা শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। বীমা শিল্প জাতীয়করণ করার পর জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ৩৭ (সাঁইত্রিশ) টি কোম্পানীর সম্পদ ও দায়-দেনা নিয়ে প্রথমে সুরমা ও রূপসা নামে ২ (দুই) টি কর্পোরেশন এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত কর্পোরেশনদ্বয়ের সমন্বয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৬নং আইন বলে জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন উহার ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্বারা অভ্যন্তরীণ পুঁজি সংগ্রহ ও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা দেশে মোট ৮ টি রিজিওনাল, ১২ টি কর্পোরেট, ৮১ টি সেলস এবং ৪৫২ টি শাখা অফিস নিয়ে জেবিসির সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। জীবন বীমা কর্পোরেশন (জেবিসি) বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সারাদেশে কর্পোরেশনের বিভিন্ন অফিসের প্রায় ৭০০ ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় একজন গ্রাহককে এজেন্ট অথবা কর্পোরেশনের শাখা অফিস যেয়ে প্রিমিয়াম জমা করতে হয় - পরবর্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর শাখা ব্যাংক হিসাব থেকে --- রিজিওনাল ব্যাংক হিসাবে জমা হয় --- এবং রিজিওনাল ব্যাংক হিসাব থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয় .....একই ভাবে দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে এই প্রসেস ফ্লো এর বিপরীত কার্য সম্পাদন করতে হয়। অন্য দিকে প্রস্তাবিত 'তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায়' একজন গ্রাহক বা এজেন্ট সরাসরি – কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে তার বা তার ক্লাইয়েন্টের প্রিমিয়াম জমা অথবা দাবী পরিশোধের টাকা পেয়ে যাবেন।

৩. **উদ্দেশ্যঃ**

- ✓ ঘরে বসে বা ব্যাংকের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমাদান করা এবং দাবির চেক গ্রহণ করা।
- ✓ গ্রহকের সময় ও অর্থ ব্যয় কমবে।
- ✓ কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা হ্রাস পাবে (৭০০+ থেকে ৫-৭ টি)
- ✓ যথা সময়ে মাঠ পর্যায়ে ব্যাংক হিসাব রিকন্সিলিয়েশন এবং চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- ✓ কর্পোরেশনের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

৪. **কর্মপদ্ধতি:**

প্রচলিত কোর ব্যংকিং অর্থাৎ ব্যংকের কোন শাখায় গিয়ে জমাদান ছাড়াও সম্মানিত গ্রাহকগণ ডেবিট কার্ড, এমএফএস/ মোবাইল অ্যাপস্, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মাস্টার / ভিসা কার্ড এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমাদান করতে পারবেন।

অ্যাপস্/ ডেবিট কার্ড এর মাধ্যমে ...

✓ প্রথমে ব্যংকের অ্যাপস্ টি ওপেন করতে হবে ---- হোম মেনু থেকে বিল পে নির্বাচন করতে হবে --- একাধিক কার্ড থাকলে নির্দিষ্ট কার্ড টি নির্বাচন করতে হবে --- বিল পে অপশন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন নির্বাচন করতে হবে --- এরপর গ্রাহকের পলিসি নম্বরটি এন্ট্রি করতে হবে --- ফিরতি মেসেজে গ্রাহক পলিসির সংক্ষিপ্ত তথ্য দেখতে পাবেন --- সর্বশেষে অ্যামাউন্ট এন্ট্রি করে কনফর্ম করলে গ্রাহক প্রিমিয়াম জমাদানের একটি রিসিপ্ট পাবেন।

এমএফএস/ মোবাইল অ্যাপস্ এর মাধ্যমে ... [স্মার্ট ফোন]

✓ ব্যংকের অ্যাপস্ টি ওপেন করতে হবে ---- হোম মেনু থেকে বিল পে নির্বাচন করতে হবে --- বিল পে অপশন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন নির্বাচন করতে হবে --- এরপর গ্রাহকের পলিসি নম্বরটি এন্ট্রি করতে হবে --- ফিরতি মেসেজে গ্রাহক পলিসির সংক্ষিপ্ত তথ্য দেখতে পাবেন --- সর্বশেষে অ্যামাউন্ট এন্ট্রি করে কনফর্ম করলে গ্রাহক প্রিমিয়াম জমাদানের একটি মেসেজ দেখতে পাবেন।

এমএফএস/ মোবাইল অ্যাপস্ এর মাধ্যমে ... [ফিচার ফোন]

✓ *...# ডায়াল করতে হবে ---- বিল পে নির্বাচন করতে হবে --- প্রিমিয়াম টি নিজের না অন্যের তা নির্বাচন করতে হবে --- আদার অপশন নির্বাচন করতে হবে --- বিলার আইডি এন্ট্রি করতে হবে --- এরপর গ্রাহকের পলিসি নম্বরটি এন্ট্রি করতে হবে --- ফিরতি মেসেজে গ্রাহক পলিসির সংক্ষিপ্ত তথ্য দেখতে পাবেন --- সর্বশেষে অ্যামাউন্ট এন্ট্রি করে পিন নম্বর দিলে গ্রাহক প্রিমিয়াম জমাদানের একটি মেসেজ দেখতে পাবেন।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ...

✓ গ্রাহক কর্পোরেশনের অনুমদিত ব্যাংক লিমিটেড এর যে কোন এজেন্ট পয়েন্টে গিয়ে পলিসি নম্বরের বিপরীতে টাকা জমাদিলে একটি প্রিমিয়াম জমাদান রশিদ পাবেন।

বি এফ টি এন এর মাধ্যমে ...

✓ গ্রাহক শুধুমাত্র একবার অটো ডেবিট ইনস্ট্রাকশনের প্রেস্ক্রাইবড ম্যান্ডেট ফরম পুরণ করে কর্পোরেশনের যে কোন অফিসে জমা দিবেন। অফিস সেই ফরমটি নির্ধারিত ব্যাংকে পাঠিয়ে নিয়মিত ভাবে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে নিবে।

৫. উপকারিতাঃ

- **প্রিমিয়াম ও পলিসি ঋণের কিস্তি জমাদানের সুবিধা সমূহঃ**
  - ✓ বীমাগ্রাহকগণ তাঁদের নিকটস্থ কর্পোরেশন অনুমোদিত ব্যাংকের শাখায় বীমা পলিসি প্রিমিয়াম জমা দিতে পারবেন
  - ✓ প্রচলিত কোর ব্যাংকিং শাখার পাশাপাশি ব্যাংকের বিভিন্ন এজেন্ট পয়েন্ট, এমএফএস (MFS), ফাস্ট ট্র্যাক, ইত্যাদি বিকল্প সেবা মাধ্যমেও বীমাগ্রহীতাগণ তাঁদের প্রিমিয়াম জমা করতে পারবেন

- ✓ বীমাগ্রহীতাগণ ঘরে বসেই যেকোন দিন, যেকোন সময় মোবাইল অ্যাপস (রকেট) ব্যবহার করেও প্রিমিয়াম জমা করতে পারবেন, এমনকি বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে তাঁর ভিসা/মাস্টার কার্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত প্রিমিয়াম জমা দিতে পারবেন
- ✓ এছাড়া, বীমাগ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে চুক্তিভূক্ত ব্যাংক বীমাগ্রাহকের ব্যাংক হিসাব থেকে প্রিমিয়ামের সমপরিমাণ টাকা (বিএফটিএন ডেবিটপুল বা অটো ডেবিট ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে) আদায় করে তৎক্ষণাৎ কর্পোরেশনের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করে দিবে
- ✓ নিয়মিত প্রিমিয়াম জমা দেয়ার ফলে পলিসি ল্যাপস হওয়া এড়ানো যাবে।
- ✓ আর্থিক সেবা গ্রহণের জন্য অফিসে আসতে হবেনা বিধায় অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হবে।

- **দাবী ও ব্যয় পরিশোধের সুবিধা সমূহঃ**
  - ✓ মেয়াদোত্তর ও মৃত্যু দাবীসহ যাবতীয় বীমা দাবী নিষ্পত্তি সাপেক্ষে অনলাইনে বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিএফটিএন)-এ দ্রুততম সময়ে পরিশোধ করা যাবে;
  - ✓ বাংলাদেশে অবস্থিত যে কোনও তফসিলী ব্যাংকে বীমাগ্রাহকের রক্ষিত ব্যাংক হিসাবে তাঁর দাবী পরিশোধ করা যাবে;
  - ✓ দাবীর চেক গ্রহণের জন্য বীমাগ্রহীতাকে কর্পোরেশনের কোন কার্যালয়ে আসার প্রয়োজন হবে না;
  - ✓ পেনশন স্কিমের মাসিক পেনশন গ্রহীতাগণকে প্রতি মাসে তাঁদের পেনশন গ্রহণের জন্য কর্পোরেশনের কোন কার্যালয়ে আসতে হবে না। প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখে পেনশন গ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে তাঁর পেনশনের টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাবে;
  - ✓ এজেন্ট কমিশন ও বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট প্রাপকের বাংলাদেশে অবস্থিত যে কোনও তফসিলী ব্যাংকে রক্ষিত ব্যাংক হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাবে;
  - ✓ অফিস পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ব্যয়ও সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে দ্রুততম সময়ে পরিশোধ করা যাবে।

- **কর্পোরেশনের সুবিধা সমূহঃ**
  - ✓ ব্যাংক হিসাব সংখ্যা হ্রাস পাবে (৭০০+ থেকে ১৫-২১ টি);
  - ✓ ব্যাংক চার্জ ও হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় কমে যাবে;
  - ✓ নগদ বহনের ঝুঁকি হ্রাস পাবে;
  - ✓ অর্থ লেনদেনে মানব-সম্পৃক্ততা হ্রাস পাওয়ায় অর্থ তসরূপের ঝুঁকি হ্রাস পাবে;
  - ✓ মাঠপর্যায়ে অর্থ কালেকশন জনিত জনবলের চাহিদা কমে আসবে তাই এ জনবল কে ব্যবসা সম্প্রসারণের কাজে লাগানো যাবে;

- ✓ অলস অর্থ কমে যাবে এবং উদ্বৃত অর্থও দ্রুত বিনিয়োগ করা যাবে;
- ✓ পলিসি ল্যাপস হওয়ার পরিমাণ হ্রাস পাবে;
- ✓ নতুন নতুন বীমাগ্রাহক বিশেষতঃ প্রযুক্তিমনা ও তরুণ বীমাগ্রাহককে আকৃষ্ট করা যাবে;
- ✓ দ্রুত দাবী পরিশোধ করায় গ্রাহকের আস্থা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে;
- ✓ নুতন ব্যবসায় বৃদ্ধি পাবে।

৬. বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ব্যয়ঃ

"তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা" বাস্তবায়নের জন্য এপিআই (সফটওয়ার) তৈরী করতে হবে, এবং এর প্রয়োজনীয় অন্যান্য সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর প্রয়োজন হবে যার জন্য আনুমানিক দশ থেকে বার লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই সিস্টেম জীবন বীমা কর্পোরেশনের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হবে বিধায় অতিরিক্ত কোন পরিচালনা ব্যয় এর প্রয়োজন হবে না।

৭. বাস্তবায়ন সময় কালঃ

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধে বাস্তবায়ন করা হবে।

৮. উপসংহার:

বীমাগ্রহীতাগণকে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে যেকোনো সময়ে, যেকোনো স্থান থেকে বীমা-সেবা প্রদানের এই উদ্যোগ গ্রাহক সন্তুষ্টির পাশাপাশি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

৯. ইনোভেটর অব ইনফরমেশনঃ

১। **মোঃ শাহজাহান ভূইয়া**
ম্যানেজার- বিনিয়োগ
জীবন বীমা কর্পোরেশন

২। **প্রকৌশলী মোঃ মেহেদী হাসান, সিস্টেম এনালিস্ট**
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রামার
প্রকৌশলী এমদাদুল হক, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি ডিভিশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন

০৯/১১/২০২০